أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

(Book# 114/ষ)

www.motaher21.net

ۖكُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ

তোমাদের প্রতি যুদ্ধের বিধান দেয়া হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপ্রিয়।

Fighting is prescribed upon you, and you dislike it.

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :-২১৬

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْۖ وَعَسىٰٓ أَن تَكْرَهُوا شَيْـًٔا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْۖ وَعَسىٰٓ أَن تُحِبُّوا شَيْـًٔا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

তোমাদের প্রতি যুদ্ধের বিধান দেয়া হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপ্রিয়। কিন্তু তোমরা কোন কিছু অপছন্দ করো সম্ভবত তোমাদের জন্য তা কল্যাণকর এবং সম্ভবত কোন কিছু তোমাদের কাছে প্রিয়, অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। বস্তুত মহান আল্লাহ্ই জানেন, তোমরা জানো না।

২১৬ নং আয়াতের তাফসীর:

মুসলিমদের জন্য জিহাদ ফরয করা হয়েছে

অত্র আয়াতে দীন ইসলামকে রক্ষার জন্য ইসলামের শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করা ফরয হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যুহরী (রহঃ) বলেন যে, প্রত্যেক লোকের ওপরেই জিহাদ ফরয, সে স্বয়ং যুদ্ধে যোগদান করুক বা বাড়ীতে বসেই থাকুক। যারা বাড়ীতে অবস্থান করবে তাদের নিকট সাহায্য চাওয়া হলে তাদেরকে অবশ্যই সাহায্য করতে হবে। প্রয়োজনবোধে তাদেরকে যুদ্ধ ক্ষেত্রে যোগদানে আহ্বান জানানো হলে তাদেরকে অবশ্যই যুদ্ধের মাঠে যোগ দিতে হবে। সহীহ হাদীসে রয়েছেঃ

مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ، وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِغَزْوٍ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً.

‘যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মারা গেলো যে, সে না জিহাদে অংশগ্রহণ করলো, আর না মনে জিহাদের কথা বললো, সে অজ্ঞতা যুগের মৃত্যু বরণ করলো।’ (সহীহ মুসলিম-৩/১৫১৭/১৫৮, সুনান আবূ দাউদ-৩/১০/২৫০২, সুনান নাসাঈ -৯/৩১৪/৩০৯৭, মুসনাদ আহমাদ -২/৩৭৪)

মাক্কা বিজয়ের দিন মহানবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নির্দেশ দিয়েছিলেনঃ

لَا هِجْرَةَ، وَلَكِنْ جِهَادٌ ونيَّة، إِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا.

‘মাক্কা বিজয়ের পর আর হিজরত নেই। তবে রয়েছে জিহাদ ও নিয়ত। যখন তোমাদেরকে জিহাদের জন্য ডাক দিবে তখন তোমরা তার জন্য বেরিয়ে পড়বে।’ (সহীহুল বুখারী-৬/৬/২৭৮৩, ফাতহুল বারী ৪/৫৬, সহীহ মুসলিম-৩/৮৫/১৪৮৭)

অতঃপর মহান আল্লাহ্‌র বাণীঃ وَهُوَكُرْهٌلَّكُمْ ‘এই জিহাদের নির্দেশ তোমাদের নিকট কঠিন মনে হতে পারে।’ কেননা এতে কষ্ট ও বিপদ রয়েছে এবং তোমরা নিহত হতে পারো কিংবা আহত হতে পারো। তাছাড়া সফরের কষ্ট, শত্রুদের আক্রমণ ইত্যাদি। কিন্তু জেনে রেখো যেঃ وَعَسٰۤىاَنْتَكْرَهُوْاشَيْـًٔاوَّهُوَخَيْرٌلَّكُمْ ‘যা তোমরা নিজেদের জন্য খারাপ মনে করছো তাই হয়তো তোমাদের জন্য উত্তম।’ কেননা এতেই তোমাদের বিজয় এবং শত্রুদের ধ্বংস রয়েছে। তাদের ধন-সম্পদ, তাদের সাম্রাজ্য, এমনকি তাদের সন্তান-সন্তুতি পর্যন্ত তোমাদের পায়ের ওপর নিক্ষিপ্ত হবে। আবার এও হতে পারে যেঃ وَعَسٰۤى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ‘যে জিনিসকে তোমাদের জন্য ভালো মনে করছো তাই তোমাদের জন্য ক্ষতিকর।’ তাইতো মহান আল্লাহ্ বলেনঃ وَعَسٰۤى اَنْ تُحِبُّوْا شَيْـًٔا وَّهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ‘বস্তুত মহান আল্লাহ্ই জানেন, তোমরা জানো না।’ অর্থাৎ সব কাজের পরিণামের জ্ঞান একমাত্র মহান আল্লাহ্‌রই রয়েছে। তিনি জানেন বলেই তোমাদেরকে ঐ কাজের নির্দেশ দিয়ে থাকেন যার মধ্যে তোমাদের জন্য ইহকাল ও পরকালের মঙ্গল নিহিত রয়েছে। সুতরাং তোমরা তাঁর নির্দেশসমূহ মনে প্রাণে স্বীকার করে নাও এবং তাঁর প্রত্যেক নির্দেশকে সন্তুষ্টচিত্তে মেনে চলো। এরই মধ্যে তোমাদের মঙ্গল ও কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

আয়াতের মর্ম হলো, “যদিও জিহাদ স্বাভাবিকভাবে বোঝা বলে মনে হয়, কিন্তু স্মরণ রেখো, মানুষের বিচক্ষণতা, বুদ্ধি-বিবেচনা ও চেষ্টা পরিণামে অনেক সময় অকৃতকার্য হয়। ভালকে মন্দ এবং মন্দকে ভাল মনে করা বিজ্ঞ ও বড় বুদ্ধিমানের পক্ষেও আশ্চর্যের কিছু নয়। প্রতিটি মানুষই তার জীবনের যাবতীয় ঘটনার প্রতি লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবে যে, তার জীবনেই অনেক ঘটনা রয়েছে, যাতে সে কোন কাজকে অত্যন্ত লাভজনক ও উপকারী মনে করেছিল, কিন্তু পরিণামে তা অত্যন্ত অনিষ্টকর হয়েছে। অথবা কোন বস্তুকে অত্যন্ত ক্ষতিকর মনে করেছিল এবং তা থেকে দূরে সরে ছিল, কিন্তু পরিণামে দেখা গেল, তা অত্যন্ত লাভজনক ও উপকারী ছিল। তাই বলা হয়েছেঃ জিহাদ যদিও আপাতঃদৃষ্টিতে জান ও মালের ক্ষতির আশংকা মনে হয়, কিন্তু যখন পরিণাম সামনে আসবে, তখন বোঝা যাবে যে, এ ক্ষতি বাস্তবে মোটেও ক্ষতি ছিল না; বরং সোজাসুজি লাভ, উপকার এবং চিরস্থায়ী শান্তির ব্যবস্থা ছিল। [মা'আরিফুল কুরআন]

ইমাম জুহুরী (রহঃ) বলেন: প্রত্যেক ব্যক্তির ওপর জিহাদ ফরয। সে যুদ্ধ করুক বা বসে থাকুক। যে বসে থাকে তার কাছে যখন সাহায্য চাওয়া হয় তখন সাহায্য করবে, যখন সকলের সাথে ময়দানে বের হতে বলা হয়, তখন বের হবে আর বের হওয়ার যদি প্রয়োজন না থাকে তাহলে বসেই থাকবে।

এজন্য রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُو، وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسهُ بِالْغَزْوِ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

যে ব্যক্তি মারা গেল কিন্তু যুদ্ধ করল না এবং যুদ্ধ করার বাসনাও মনে রাখল না সে জাহিলী যুগের মৃত্যু পেল। (সহীহ মুসলিম হা: ১৯১০)

জিহাদ ফরয হওয়া সত্ত্বেও অপছন্দীয়। কারণ, তাতে কষ্ট ও জীবননাশ রয়েছে। কিন্তু এতে রয়েছে প্রভূত কল্যাণ। আল্লাহ তা ‘আলা বলছেন:

(فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا)

“কেননা হতে পারে তোমরা তাদেরকে অপছন্দ করছ অথচ আল্লাহ তাতে অনেক কল্যাণ নিহিত রেখেছেন।” । (সূরা নিসা ৪:১২)

অনেক কল্যাণ হল- শত্র “দের ওপর জয় লাভ, দেশ বিজয়, গনীমত লাভসহ আরো অনেক কিছু। আর অনেক বস্তু পছন্দ কর তা হয়তো তোমাদের জন্য খারাপ। যেমন জিহাদে না গিয়ে ঘরে বসে থাকা, এর ফলে তোমাদের ওপর শত্র “রা জয়যুক্ত হবে এবং তোমাদেরকে লাঞ্ছনা ও অবমাননার শিকার হতে হবে। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা ‘আলাই ভাল জানেন কোনটি কল্যাণকর আর কোনটি অকল্যাণকর।

আয়াত হতে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. কিয়ামত পর্যন্ত জিহাদের বিধান বহাল থাকবে।

২. অজ্ঞতার কারণে মানুষ খারাপকে পছন্দ আর ভালকে অপছন্দ করে।

৩. আল্লাহ তা ‘আলার সকল নির্দেশেই রয়েছে কল্যাণ। আর সকল নিষেধাজ্ঞাপূর্ণ কাজে রয়েছে অকল্যাণ।